যুগান্তর

তারিখ 31 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

আবাসন সংকটে জবির শিক্ষার্থীরা

ব্যাচেলর ভাড়া দিচ্ছেন না বাড়ির মালিকরা

হুমায়ুন কবির

জঙ্গিবাদ নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবাসন ও নিরাপত্তা সংকটে পড়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা। ব্যাচেলরদের বাসা ভাড়া পাওয়া এমনিতেই চরম ভোগান্তির। এখন তা সোনার হরিণের চেয়েও বেশি কিছু। জঙ্গি আতঙ্কে অনেক বাড়ি মালিক ব্যাচেলর শিক্ষার্থীদের ভাড়াই দিতে চাচ্ছেন না। আবার কেউ কেউ আগে ভাড়া দিলেও এখন বাসা ছাড়ার নোটিশ দিয়েছেন।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, আবাসন সংকটে তাদের পড়াশোনার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। তারা প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী লতিফুল ইসলাম বলেন, আমরা দুই বছর ধরে পুরান ঢাকার সূত্রাপুর এলাকায় বসবাস করে আসছি। ভাড়া নেয়ার সময় চুক্তিপত্রসহ বাসা মালিকের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছি। কিন্তু বাড়ি মালিক সামনের মাস থেকে বাসা ছেড়ে দিতে বলছেন।

জানা গেছে, জবিতে প্রায় ২৩ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করেন। তাদের

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

আবাসন সংকটে জবির শিক্ষার্থীরা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অধিকাংশেরই বাড়ি ঢাকার বাইরে। তারা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মেস বা বাসা-বাড়ি ভাড়া নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকায় জঙ্গি হামলার পর বাড়ি মালিকদের গ্রেফতারের ঘটনায় তাদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তাই তাদের অনেকে ব্যাচেলর ভাড়া দিতে চাচ্ছেন না। এতে অবিবাহিত শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু পুরান ঢাকায় অবস্থিত, তাই যাতায়াত সুবিধার জন্য শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশেই ভাড়া নিয়ে থাকতে চান। কিন্তু পুরান ঢাকার গিঞ্জি পরিবেশে 'অস্বাস্থ্যকর' বাসায় রুম ভাড়া নিতে গেলেও তাদের কাছ থেকে দুই-তিনগুণ বেশি বাড়া আদায় করা হয় বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

তারা জানান, বাড়ি মালিকরা বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছেন। নোংরা পরিবেশের বাড়িগুলোতেই শুধু ব্যাচেলর শিক্ষার্থীদের ভাড়া দিতে রাজি হন মালিকরা। এক্ষেত্রেও অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করেন তারা। তা ছাড়া প্রতিনিয়ত মানসিক অত্যাচার করেন তারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী মো. রুবেল বলেন, বিভিন্ন সমস্যার কারণে বাসা ছেড়ে দিয়েছি। এক মাস ধরে নতুন বাসা খুঁজছি। কিন্তু পাচ্ছি না। বিভিন্ন স্থানে বাসা ভাড়া দেয়ার লিফলেট লাগানো থাকলেও তা ব্যাচেলরদের জন্য নয়; লিফলেটেই উল্লেখ থাকে, শুধু ফ্যামিলি।

এ ব্যাপারে কলতাবাজারের বাড়ি মালিক হোসেন মিয়া বলেন, আমরা অনেক আগে থেকে ব্যাচেলরদের বাসা ভাড়া দিয়ে আসছি। ব্যাচেলরদের বাসা ভাড়া দিলে ফ্যামিলির ভাড়ার চেয়ে একটু বেশি টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি জঙ্গি হামলার ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। কেউই নিজের বিপদ ডেকে আনতে চায় না। তাই এখন আর টাকা নয়, নিজের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ব্যাচেলর ভাড়া না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, আবাসন সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের একটি বড় সমস্যা। শিক্ষার্থীরা যদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেয়ার পরও সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ও বিভাগের শিক্ষকরা বাড়ি মালিকদের সঙ্গে কথা বলে আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।